ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং- ৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৩৯.২০১৫/১১১ তারিখ ঃ ২৮/০১/২০২১

বার্তা সম্পাদক
দি ঢাকা ট্রিবিউন
ঢাকা।
বিষয়ঃ **"ওয়াসার পানিতে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক" শীর্ষক প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ।**

গত ২৩ জানুয়ারী, ২০২১ ইং তারিখে ঢাকা ট্রিবিউন কর্তৃক প্রকাশিত "ওয়াসার পানিতে মিলছে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক" শীর্ষক খবরটি ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রতিবেদনটি উদ্দেশ্য প্রনোদিত, ভিত্তিহীন। ঢাকা ওয়াসা এরুপ উদ্দেশ্য প্রনোদিত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

প্রতিবেদনটি হতে জানা যায় যে, সম্প্রতি ESDO (Environment and Social Development Organization) Polyfluoroalkyl substance-PFAS Bangladesh Situation Report 2020 শিরোনামে একটি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করে। দুইটি জৈব রাসায়নিক যৌগ যথা- Perfluorooctanoic acid (PFOA) ও Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) নিয়ে ESDO-এ গবেষণা কর্মটি করেছে বাংলাদেশের বাইরে অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের Brown University-তে এবং এ জৈব রাসায়নিক যৌগ দুটি Polyfluoroalkyl substance-PFAS রাসায়নিক গোষ্ঠীভূক্ত। উক্ত গবেষণার তথ্য অনুযায়ী ঢাকার লালমাটিয়ার পানিতে সর্বোচ্চ 8 ppt (Parts per trillion) মাত্রার Perfluorooctanoic acid (PFOA) পাওয়া গেছে। ঢাকার বনানী এবং সাভার, পানপাড়ার পানির নমুনাতে এ মাত্রা যথাক্রমে 5.18 ppt ও 6.8 ppt। অন্যদিকে, পানপাড়া, লালমাটিয়া এবং বনানীতে Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) মাত্রা যথাক্রমে 2.6, 2.3 এবং <1 ppt। এ পানির নমুনা কোন পয়েন্ট হতে সংগ্রহ করা হয়েছে তা ঢাকা ওয়াসার জানা নেই। তবে যুক্তরাষ্ট্রের Environmental Protection Agency(USEPA) PFOA ও PFOS-এর Health Advisory Levels 70 ppt নির্ধারণ করেছে। সে অনুসারে ঢাকার পানিতে PFOA ও PFOS-র মাত্রা অত্যন্ত সহনীয় অবস্থায় বিদ্যমান, যা কোনভাবেই ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারবে না। আরো উল্লেখ্য যে, USEPA এ জাতীয় কেমিক্যাল্স-র গ্রহণযোগ্য যে মাত্রা নির্ধারণ করেছে তা কেবলমাত্র স্বাস্থ্য পরামর্শ মাত্রা যার এখনও কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ঢাকার লালমাটিয়া, বনানী এবং সাভার, পানপাড়ার পানিতে যে মাত্রায় নির্ণয় হয়েছে তা খুবই Trace amount। গবেষণায় উল্লেখিত কেমিক্যাল্স সমূহ যে মাত্রায় পানিতে নিরুপিত হয়েছে তার স্বাস্থ্য ঝুঁকি কতটুকু তা গবেষণার বিষয় এবং বিশ্বে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এ নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলছে। পানিতে বিদ্যমান এ কেমিক্যালস সমূহ জনস্বাস্থ্যের জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা এখনো গবেষণা পর্যায়ে। ESDO যে গবেষণা কর্মটি

করেছে তা বাংলাদেশের বাইরে অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের Brown University-তে। বাংলাদেশে এখনো এ ধরণের কেমিক্যালস সমূহ নিয়ে কোন গবেষণার নজির জানা যায়নি। বাংলাদেশের ICDDRB, BUET, DU Lab,BCSIR Laboratory-তেও এ ধরনের রাসায়নিক সমূহের কোন পরীক্ষা হয় না এবং পানযোগ্য পানির ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ল্যাবরেটরীতে এ ধরনের কোন Parameter এর উল্লেখ নেই।

ঢাকা ওয়াসার কোন উৎস/স্থাপনা বা অন্য কোন উৎস হতে নমুনা পানি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং কিভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে, তা ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের নিকট পরিষ্কার নয়। এমনকি তাদের প্রতিবেদনে এই সংগৃহিত স্পটগুলিও উল্লেখ নেই। অথচ ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের সাথে কোনোরুপ আলোচনা ব্যতিরেকে ওয়াসার পানিতে ক্যান্সারের ঝুঁকির খবর পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ থাকে যে, Lead(Pb), Arsenic(As), Choromium (Cr.) ইত্যাদি Heavy metal সমূহ সব ধরনের পানিতেই অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় বিদ্যমান থাকে এবং তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্রহনযোগ্য মাত্রার মধ্যে থাকলে কোন স্বাস্থ্য ঝুকি নেই। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, ঢাকা ওয়াসার সরবরাহকৃত পানিতে ক্ষতিকর মাত্রায় কোন Heavy metal এর উপস্থিতি থাকার বিষয়ই নেই।

অতএব, ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ ব্যতিত এ নমুনা পানি সংগ্রহ করতঃ পরীক্ষা করা হয়েছে যা উদ্দেশ্যমূলক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ঢাকা শহরের ২০ মিলিয়ন মানুষের পানি পানের বিষয়টিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা এ প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ মনে করছে, জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ জাতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এটি কোন ভাবেই কাম্য নয়। ঢাকা ওয়াসা আশা করে সংশ্লিষ্ট সবাই এ ব্যাপারে আরো সতর্ক হবেন।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের 'দি ঢাকা ট্রিবিউন' পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

২৬/১/২০১৩

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা